সুবিদ্

হীরক জয়ন্তী সংখ্যা

(১৯৪২ - ২০০২)

চট্টা সুবিদ আলি ইনস্টিটিউট (উঃ মাঃ)

চট্টাকালিকাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্থাপিত - ১৯৪২

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা

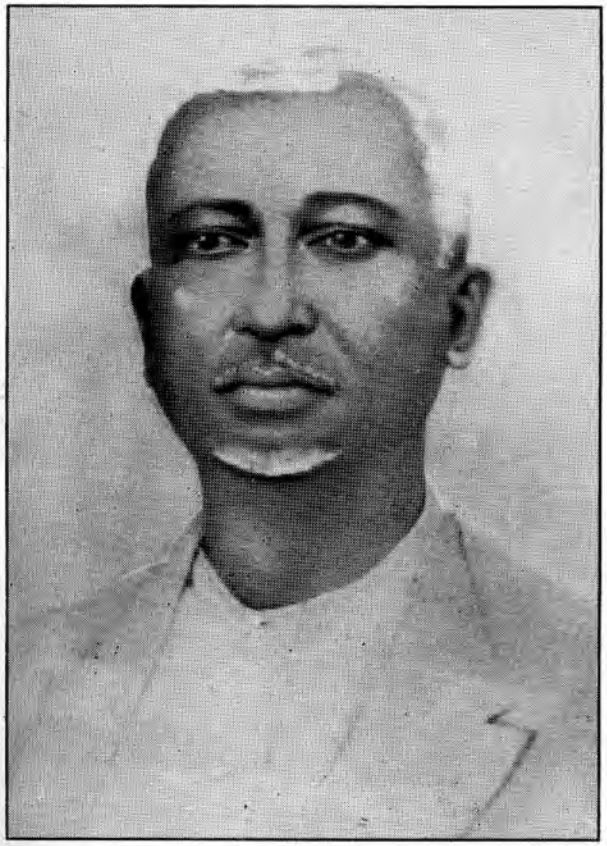

মরহুম আলহাজ খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা
(মৃত্যু — ৪ ঠা জানুয়ারী ১৯৫৫)

"জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচায়েছ অজ্ঞান-তামস।"

আমাদের কথা

শেখ এমদাদ আলি (প্রধান শিক্ষক)

বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষে স্মারক পত্রিকা 'সুবিদ' - এ আমাদের কথা ' প্রসঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ বিদ্যালয়, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পরিচালক সমিতি, অভিভাবক, বিদ্যালয় হিতৈষী) সকলের কথা একা ব্যক্ত করার মতো দুঃসাহসীকতা নেই, তথাপি অনভিলষিত ত্রুটি মার্জনীয় বলে দু-চার কথা –।

যুগে যুগে যেমন বিভিন্ন সমাজহিতৈষীর আবির্ভাব ঘটে, তেমনই চট্টা কালিকাপুর গ্রামে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিখর তমসাবৃত সমাজের আলোর দিশারী হয়ে আবির্ভূত হন জ্ঞাননিষ্ঠ, শিক্ষানুরাগী, মানব কল্যাণকামী মরহুম আলহাজ খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা। তাঁর অন্তঃহীন প্রচেষ্ট ায় ১৯৪১ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারী বহু উচ্ছাস ও প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন বাংলার মুখ্য মন্ত্রী দরিদ্র বন্ধু মরহুম এ. কে. এম. ফজলুল হক সাহেবকে দিয়ে চট্টা সুবিদ আলি ইনস্টিটিউটের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। তাঁর ও অপরভ্রাতৃদ্বয় মরহুম এমাম বক্স মোল্লা ও মরহুম একিম বক্স মোল্লা সাহেবগণের নিঃস্বার্থ দানে, ঐকান্তিক প্রেরণায় ও নিরলস বলিষ্ঠ যৌথ উদ্যোগে তিন দিক ঝিল বেষ্টিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকরণে নয়ন শোভন বিদ্যালয় ভবনটি (বর্তমানে প্রধান ভবনটি) নির্মিত হয়। ১৯৪২ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারী তৎকালীন কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য স্যার মহঃ আজিজুল হক সাহেব বিদ্যালয় ভবনটি উদ্ধোধন করে জনমানসের হৃদয়ে আজও অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁদের এই অমর কৃতীত্বে পরামর্শ দান করেন তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু তদানীন্তন জেলা বোর্ডের চেয়ার ম্যান খান বাহাদুর জসিমউদ্দিন সাহেব। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও ছাত্রদের খেলাধূলার উদ্দেশ্যে চট্টা রামেশ্বরপুরের প্রভাব শালী মল্লিক পরিবারের সহৃদয় ভ্রাতৃবর্গ মরহুম তফজ্জেল মল্লিক, মরহুম হরজ মল্লিক, মরহুম হলব্বি মল্লিক,মরহুম আহমদ জালাল মল্লিক ও মরহুম আলহজ এলাহি বক্স মল্লিক সাহেবগণ বিদ্যালয় প্রধান ভবনের সম্মুখস্থ ক্রীড়াঙ্গনটি দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রতিষ্ঠা পরবর্তীতে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিম সাহেবের অবদান অবশ্যই স্মরণ যোগ্য। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও সুপরিচালনার জন্য বিদ্যালয়টি উন্নয়নের চরম শিখরে উন্নীত হয়। তিনি এখনও এতদঞ্চলের জনগণের কাছে পীরের ন্যায় সমাদৃত। মরহুম আব্দুল খালেক সাহেব, মরহুম আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা সাহেব, মরহুম আতাউর রহমান সাহেব ও মরহুম কোবাদ আলি সাহেব প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করে গেছেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দ মরহুমমুজিবর রহমান, মরহুম সৈয়দ আমির আলি, স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ শীল, স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বগীর্য় শান্তিবাবু, স্বর্গীয় প্রভেন্দু কুমার শর্মা ও প্রাক্তন শিক্ষা কর্মীবৃন্দ স্বর্গীয় সন্তোষ সিং, স্বর্গীয় চন্দ্র বাহাদুর লামা, মরহুম আমির আলি খাঁন, স্বর্গীয় এস. বি. থাপা, স্বর্গীয় রাম বাহাদুর, স্বর্গীয় অওধেশ সাউ তাঁদের সন্তানোপম ছাত্র ও অভিন্ন হৃদয়ে সহ কর্মীদের হৃদপটে অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত। এছাড়াও আমাদের স্মরণের বাইরে আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা বিদ্যালয়টিকে অকৃত্রিম ভালোবেসে ও সেবা করে গেছেন, তাঁদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব আলহাজ জেহাদ বক্স সর্দার, প্রাক্তন বিদ্যালয় কর্ণধার জনাব আলহাজ সেখ মনসুর আলি, জনাব আব্দুল সামাদ, জনাব মহিউদ্দিন মুফ্‌তি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেবের পুত্র জনাব জামসেদ মোল্লা ও জনাব নজিবুর রহমান মোল্লা, সমাজসেবী পান্নালাল চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও এলাকার বিদ্যালয় দরদী শিক্ষানুরাগীবৃন্দ, যাঁরা বিদ্যালয়টিকে অকৃপণ ভালবাসেন ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

১৯৪২ সালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালে যে গুটিকতক ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু, আজ তার কলেবর সংখ্যাতীত। প্রতিষ্ঠা লগ্নের বিদ্যালয়ের যশ অদ্যাবধি চতুর্দিকে বিস্তৃত। ১৯৬২ সালে বিদ্যালয় তার অগ্রগতি এক ধাপ এগিয়ে উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। সে বছরে কলা বিভাগ ও পরের বছরে বিজ্ঞান বিভাগের পঠন-পাঠন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে শিক্ষা-বিভাগের নতুন শিক্ষার স্তর বিন্যাসের সময় বিদ্যালয়টি পুনরায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়। ১৯৯৯ সালের ১ লা জুলাই, এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির প্রচেষ্টায় পুনরায় বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয় এবং মানব সংস্কৃতি (Humanities) শাখা ও বিজ্ঞান শাখার পড়াশোনার কাজ শুরু করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে কেবল বালকেরাই পড়াশোনার সুযোগ পেলেও এলাকার নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বালকের সঙ্গে বালিকাদেরও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে, ১৯৯১ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে গৃহীত একগুচ্ছ কর্ম পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান ভবনের দ্বিতলের নির্মাণ কার্য বিদ্যালয় সন্নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসী, অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হয়। সাংসদ মাননীয় শ্রী শমিক লাহিড়ী ও সাংসদ মাননীয় শ্রী প্রণব মুখার্জী (রাজ্য সভার সদস্য) - এর বরাদ্দ থেকে এবং C.E.S.C. থেকে প্রাপ্ত অর্থে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের ত্রিতলের শ্রেণীকক্ষগুলির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। লায়নস্ ক্লাবের (বজবজ) সহযোগিতায় একটি নলকূপ বসানো হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অসুবিধা দূর করতে নতুন কয়েকটি শৌচাগার নির্মাণ, শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিকরণ ও পাখার ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহের উন্নত ব্যবস্থাকরণ, উচ্চমাধ্যমিক নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের বসার উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা ও বেঞ্চ নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের কমন রুমের ব্যবস্থা, প্রধান ভবনের বারান্দায় দুটি ছাদ নির্মাণ, পাঠাগার নির্মাণ, দরজা-জানলা মেরামত ও রং করা, ভবনদুটির সংস্কার ও রং করার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পথে। বিদ্যালয়ের এই আশাতীত উন্নয়ন ও ভবনদুটির দর্শনীয় ও সুরম্য ভবনের রূপদানের জন্য বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি বিশেষ করে বিদ্যালয় সম্পাদক জনাব সারফুদ্দিন মল্লিক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম মহিউদ্দিন ভূয়ষী প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার।

হীরক জয়ন্তীর দোর-গোড়ায় উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচীর সিংহভাগ সম্পাদন করা গেলেও কিছু কাজ অবশিষ্ট থেকেই যায়। যেমন - উন্নত সাইকেল শেড নির্মাণ, সীমানা প্রাচীরের কাজ সম্পূর্ণকরণ, ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কারকরণ, বিদ্যালয়ের দূষণমুক্ত ও ছায়াশীতল পরিবেশ তৈরী করতে উপযুক্ত স্থানে কিছু বৃক্ষরোপনের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি। পরবর্তীতে অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার বাসনা রইল।

জন্মলগ্নে বিদ্যালয়টি কয়েকজনকে নিয়ে শুরু হলেও আজ তা ধারন ক্ষমতার সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চায়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তরে এগারোশত ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রায় দ্বিশত শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। শিক্ষক সংখ্যা ছাব্বিশ। শিক্ষক সংখ্যার এই অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান নিন্দনীয় নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলই তার পরিচয় বহন করে। ২০০১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশই উত্তীর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয় গৌরবান্বিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ঈর্ষনীয় করতে শিক্ষকমণ্ডলী অধিক প্রয়াসী হবেন বলে আশা রাখি।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে বিদ্যালয়ে যে দুটি উৎসব (মিলাদ ও সরস্বতী পূজা) চালু করে গেছেন তা এখনও প্রতি বছর মহা সমারোহে পালিত হয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, শিক্ষক দিবস, নবীনবরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি প্রতি বছর সাড়ম্বরে অনুঠিত হয়। বিদ্যালয়ে N.C.C. এখনো চালু আছে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার ও পাঠাগার থাকলেও তা উন্নততর করার চেষ্টা রইল।

প্রতিটি বিদ্যালেয়ের ন্যায় এ বিদ্যালয়েরও সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। তাই বিদ্যালয়ের সমস্যার কিছু তুলে ধরি।

(ক) বিদ্যালয়ের কলেবর যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় পঠন-পাঠন ব্যবস্থা

কিছুটা ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(খ) পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির চাপ বিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর অন্যতম। নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে আগত যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, পরিমিত পরিকাঠামোর জন্য তাদের সকলকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে হয়। বিদ্যালয়ের স্থান ও পরিকাঠামো অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করার চেষ্টা করা হলেও সকলে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(গ) বিদ্যালয়ের উপযুক্ত মানের ছাত্র না আসা সত্ত্বেও এলাকার কথা বিবেচনা করে পঞ্চম শ্রেণীতে অপরিমিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তির জন্য উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে ক্রম বর্ধমান ছাত্র সংখ্যার ফল স্বরূপ নির্ধারিত সময়ে পঠন-পাঠনের কাজ শেষ করা দুরূহ ব্যাপার হয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলের অবনতির আশঙ্কা থেকে যায়।

(ঘ) বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনিয়মিত এবং অনুপস্থিতির হার বেশী। সাধারণত দেখা যায় শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরাই বেশী অনুপস্থিত থাকে। ফলে তারা আরো পিছিয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় অসফল হয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির সংখ্যা আধিক্য থাকা সত্ত্বেও দশম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকার সংখ্যা স্বল্প। এটা শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধির অন্তরায়।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পড়াশোনা চলাকালীন বিদ্যালয়ে বহিরাগতদের অনর্থক প্রবেশ ও ঘোরাফেরা বা অন্য সময়ে বিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করা — সমস্যাবলীর মধ্যে একটি। এই পরিবেশ দূষণের প্রতিকার হিসাবে শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী ও কিছু বিদ্যালয় হিতৈষীকে নিয়ে মিছিল, আলোচনা চক্র করা হয়েছে। তাতে কিছুটা সুফল পাওয়া গেলেও সমস্যাটি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায় নি।

(চ) বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু থাকলেও বাণিজ্য বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। ফলে মাঝারী মানের ছাত্র-ছাত্রী যারা কলা ও বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী নয় তাদের ধরে রাখা একটা সমস্যা। তাছাড়া বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায়, বাইরে থেকে মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর আগমণ নিতান্তই কম। ফলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ফল আশানুরূপ না হওয়ার আশঙ্কা। তাই বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য বিভাগ খোলা ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও ভালো ফলের প্রয়াস রইল। বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট আবেদন রইল।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে এতদ্ অঞ্চলের জনসাধারণের যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক আছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের শেষে বৈকাল বেলায় চত্বর তরুণদের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রাঙ্গনে খেলাধূলা, প্রবীণদের প্রাতঃভ্রমণ, অপরাহ্নে ঝিলের শান বাঁধানো ঘাটে গল্পগুজব, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে জনসাধারণের অংশগ্রহণই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই নির্ভিক চিত্তে বলতে পারি, বিদ্যালয়ে যে সমস্যাই আসুক তা সমাধান করা অসম্ভব নয়।

পরিশেষে 'আমাদের কথায়' বলি - "বিদ্যালয়টি আমাদের প্রাণপ্রিয়, তার সেবায় সর্বদা ব্রতী হব" - এই আমাদের অঙ্গীকার।